CHAPRA GOVT. COLLEGE

Established-2015

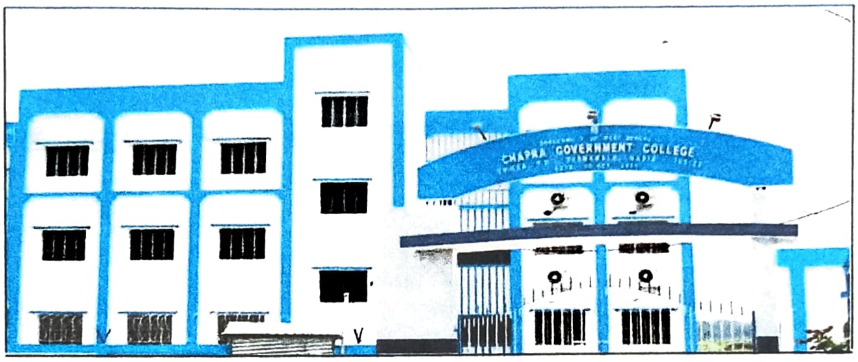

3rd Semester ProjectWork,2023

NAME - PINKI KHATUN

REG NO - 048441

SUBJECT - SOCIOLOGY

COURSE CODE = SOCIO-H-CC-T-5

SESSION= 2022-23

⊞ বেকারত্বের ধারণা :

বেকারত্ব হলো এমন এক পরিস্থিতি যেখানে কর্মক্ষম ব্যক্তি দেশের প্রচলিত মজুরির হারে কাজ করতে রাজী থাকা সত্ত্বেও কর্মপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল সব দেশেই কম বেশি বেকারত্ব লক্ষ্য করা যায়। উন্নত দেশগুলিতে এই সমস্যা ততটা তীব্র নয়। তবে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বেকারত্বের সমস্যা এক গুরুতর সামাজিক সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে।

প্রতিটি সমাজেই সাধারণভাবে দু-ধরনের বেকারত্ব দৃষ্টিগোচর হয় - ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব (Voluntary Unemployment) এবং অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব (Involuntary Unemployment)। ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব সেই অবস্থাকে বোঝায় যেখানে কর্মক্ষম ব্যক্তি দেশের প্রচলিত মজুরিতে কাজ থাকা সত্ত্বেও কাজ করতে ইচ্ছুক হয় না। অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব সেই অবস্থাকেই বলা যায় কর্মক্ষম ব্যক্তি দেশের প্রচলিত মজুরির হারে কাজ করতে রাজী থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজ পায় না। সামাজিক সমস্যা হিসাবে বেকারত্বের উল্লেখ করার সময় সাধারণভাবে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বকেই বোঝান হয়ে থাকে। এদিক থেকে দেখলে বেকারত্বের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি — (১) ব্যক্তি কর্মক্ষম হবে, (২) মজুরির বিনিময়ে তার কাজ করবার ইচ্ছা থাকবে, (৩) সে মজুরির বিনিময়ে কাজ

খোঁজার প্রবণতা প্রদর্শন করবে ।

সুতরাং অনিবার্যভাবে বলা যায় যে বেকারত্ব হলো কোনো সমাজে কর্মক্ষম লোক থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থানে অভাব থাকা । কিন্তু এই কথায় বেকারত্বের প্রকৃতির ব্যাপকতা স্পষ্ট হয় না । এতে পূর্ণ বেকারত্বের অভাব থাকে । কিন্তু এই পূর্ণ বেকারত্বের একটি ধারণা লাভের চেষ্টা করা গেলেও অর্ধ বেকারত্ব, আংশিক বেকারত্ব, মৌসুমী বেকারত্ব, প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ইত্যাদির স্পষ্ট ধারণা লাভে করা সম্ভব হয় না ।

ভারতবর্ষে বেকার সমস্যার বিভিন্ন ধরণ :

(১) মরসুমী বেকারত্ব :

ভারতবর্ষে এক ধরণের বেকারত্ব রয়েছে যাকে মরসুমী বেকারত্ব বলা হয় । ভারতে মূলত কৃষিক্ষেত্রে এই ধরণের বেকারত্ব খুব বেশি দেখা যায় । যেমন ফসল বোনা ও ফসল কাটার সময় প্রচুর লোকের প্রয়োজন হয় কিন্তু মরসুমের অন্য সময় এত লোকের কাজ থাকে না । ফলে সাময়িক কালের জন্যে তারা বেকার হয়ে পড়ে । শুধু গ্রাম নয়, শিল্পাঞ্চলেও মাঝে মাঝে এমন ঘটতে দেখা যায় । যেমন চিনি কলে মূলত আখ উৎপাদনের ঋতুতেই আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের কাজ চলে । ফলে অন্য সময় চিনি কলের অনেক শ্রমিকই কর্মহীন হয়ে পড়ে ।

(২) প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব ঃ

ভারতবর্ষে গ্রাম্য সমাজে অনেক পরিবারে প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব দেখা যায়। একটি কৃষক পরিবারে যা চাষযোগ্য জমি আছে তা চাষ করতে হয়তো তিনজন লোকই যথেষ্ট। অথচ ওই পরিবারে যদি ছয়জন কর্মক্ষম ব্যক্তি থাকে তবে তারা অন্য কোনো কাজের অভাবে সবাই মিলে পরিবারের চাষের জমিতে কাজ করতে থাকে। স্বাভাবিকভাবে ওই পরিবারের তিন-জনকে প্রচ্ছন্ন বেকার হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিকল্প কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে দেশের মানুষের একটা অংশ এমন কাজে নিযুক্ত থাকে যাতে তাদের শ্রমশক্তির অপচয় হয়। তাই ওই সমস্ত ব্যক্তি আপাতদৃষ্টিতে কাজে যুক্ত থাকলেও তাদের প্রান্তিক উৎপাদন হয় না বললেই চলে। এদের উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলেও উৎপাদন হ্রাস পায় না। এই অবস্থাকেই বলে প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব।

(৩) প্রযুক্তিগত বেকারত্ব ঃ

নতুন প্রবর্তন, নতুন প্রযুক্তিগত কৌশল, নতুন দ্রব্যের উদ্ভাবন ইত্যাদি কারণে অনেক সময় সাময়িক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় প্রযুক্তিগত বেকারত্ব।

যেমন, কোথাও যদি ধানের কাজে লাঙলের পরিবর্তে ট্রাক্টর ব্যবহার শুরু হয় তবে একটি ট্রাক্টরেই অনেক বেশি জমি চাষ করা সম্ভব যা লাঙল-চাষে কখনোই সম্ভব হত না। শ্রম-নিবিড় চাষের পরিবর্তে যন্ত্র নির্ভর এই চাষের পদ্ধতিতে অনেক কৃষক বেকার হয়ে পড়ে। মূলধন প্রধান নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে বেকারত্বের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

(4) আকস্মিক বেকারত্ব ঃ

অনেক সময় গ্রামাঞ্চলে খরা-বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে চাষ আবাদে বিঘ্ন ঘটলে সাময়িক ভাবে কাজের অভাব দেখা যায়। আবার শহরাঞ্চলেও অনেক সময় কাঁচামালের অভাবে বা বাজারে মন্দার ফলে কলকারখানার কাজ আকস্মিক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে আকস্মিক বেকারত্ব বলা হয়।

(5) শিক্ষিত বেকারত্ব ঃ

সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র পরিবারের সদস্য। তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজের খোঁজ করতেই হয়। সাধারণভাবে এরা কায়িক পরিশ্রম

পছন্দ করে না। কায়িক পরিশ্রম ছাড়া সাদা কলারের (White collar job) কাজ পছন্দ করে অথচ পায় না তাদের শিক্ষিত বেকার বলে এবং এই ধরনের বেকারত্বকে বলে শিক্ষিত বেকারত্ব। ভারতীয় সমাজে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কম নয়। এই ধরনের বেকার অনেক বেশি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়। এরাই মূলত বেকারী-বিরোধী আন্দোলন এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষে বেকারত্বের পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ :

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে অপ্রতুল কর্ম-সংস্থানই হলো দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির পথে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক। বেকারত্ব ভারতীয় সমাজে এক গভীর ক্ষত হিসাবেই দেখা দিয়েছে। প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বেকারী হ্রাস পাওয়ার বদলে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, শ্রমশক্তির বিকাশের তুলনায় ভারতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি অনেক কম। কর্মসংস্থান ও বেকারী সম্পর্কে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৫৫তম রাউন্ডের (1999-200) পরিসংখ্যানে গ্রাম ও শহর এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারে অবনতি ধরা পড়েছে —

সারণি - 1
কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার

বছর	গ্রাম	শহর
1983 - 88	1·36	2·77
88 - 93	2·09	3·46
1993-2000	0·86	1·58

★ **সূত্র :** এন. এস. এস. এস. ও কর্মসংস্থানগত তথ্য (1999-2000) অমিত ভাদুড়ীর মতে, খোলাখুলি কর্মহীনতার চেয়ে কম উৎপাদনশীলতার কর্মসংস্থানই হলো দেশের প্রধান সমস্যা। তাঁর মতে, সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তির উন্নয়নের দরুন আগের মতো কর্মসংস্থান হচ্ছে না।

অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে ভারতবর্ষে যেমন কর্মসংস্থানের সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না তেমনি বেকারের সংখ্যারও সঠিক তথ্য অমিল। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে ভারতবর্ষে পরিকল্পনার শুরু থেকে বেকারত্বের সংখ্যা দিনে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরুর সময়কাল থেকেই অর্থাৎ 1951 সাল থেকে 1970 সাল পর্যন্ত বেকারত্বের সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। বি. ভগবতী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (National Sample Survey Organization : N.S.S.O) বেকারত্ব সম্পর্কে তিনটি ধারণা উপস্থাপিত করে—

(1) **চলতি সাপ্তাহিক মর্যাদার বেকারত্ব :**

যখন কোনো ব্যক্তি এক সপ্তাহে বা 7 দিনে এক ঘন্টার জন্যেও কাজ পায় না তখন সেই অবস্থাকে চলতি সাপ্তাহিক মর্যাদার (C.W.S) বেকারত্ব বলে। যদি কোনো ব্যক্তি দিনে 1 ঘন্টা বা তার বেশি কিন্তু 4 ঘন্টার কম কাজ করে তবে সে অর্ধদিবস কাজ করেছে বলে ধরা হয়। 1980 সালে ভারতবর্ষে চলতি সাপ্তাহিক মর্যাদার (C.W.S) বেকারের সংখ্যা ছিল 1218 মিলিয়ন।

(২) স্বাভাবিক মর্যাদার বেকারত্ব :

যখন কোনো ব্যক্তি 1 বছর বা তার বেশি সময় কর্মহীন থাকে তখন সেই অবস্থাকে স্বাভাবিক মর্যাদার বেকারত্ব বলে। এই ধরনের বেকারত্ব ব্যক্তির একক পরিমাপ করা হয়। এটি দীর্ঘকালীন বেকারত্বকে বোঝায়। 1980 সালে ভারতের স্বাভাবিক মর্যাদার (U.S) বেকারের সংখ্যা ছিল 12.02 মিলিয়ন।

(৩) চলতি দৈনিক মর্যাদার বেকারত্ব :

প্রতি সপ্তাহে কর্মহীন শ্রমদিবস ও প্রতি সপ্তাহে মোট শ্রমদিবসের অনুপাত নির্ধারণের মাধ্যমে চলতি দৈনিক মর্যাদার (C.D.S) বেকারত্ব পরিমাপ করা হয়। 1980 সালে ভারতবর্ষে চলতি দৈনিক মর্যাদার বেকারের সংখ্যা ছিল 20.74 মিলিয়ন।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষণ সংস্থার (N.S.S.O) 50 তম (1993-94), 60 তম (2004) ও 62 তম (2006) পর্যায়ের সমীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের বেকারত্বের চিত্র নিচের সারণি দুটিতে দেখানো হল ~~।~~ ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মতে, জনসংখ্যাধিক্য দেশগুলির কর্মসংস্থানের সুযোগের নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া অনেক বেশি কঠিন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় দরিদ্র মানুষেরা অনেক দীর্ঘ সময় পরিশ্রম করলেও দৈনিকপ্রাপ্তি যা উপার্জন করে তা এতই কম যে সমগ্র কাটানোর নিরিখে তারা হয়তো কর্মে নিযুক্তের দলে কিন্তু উপার্জনের বিচারে তারা বেকারের সমতুল্য বলে ধরে নেওয়া যায়।

নারীসমাজ ও বেকারত্ব ঃ

ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হলো নারী। অথচ তুলনামূলকভাবে নারীসমাজ উপার্জনশীল কাজে অনেক কম জড়িত। পদ্মিনী ~~স্বামী~~ স্বামীনাথনের মতে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থা পুরুষদের তুলনায় অনেক খারাপ। তাঁর মতে, কর্মসংস্থানের মোট পরিসংখ্যানে নিয়মিত কর্মীর অংশভাগে মহিলাদের উপস্থিতি ৭.৪ শতাংশ যা পুরুষদের ১৪ শতাংশ উপস্থিতির তুলনায় যথেষ্ট কম।

কর্মসংস্থানের মোট পরিসংখ্যানে সাময়িক মজুরিভিত্তিক কর্মীদের (casual wage labourers) ক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতির হার যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতির হার ৪২.৫ শতাংশ যা পুরুষদের ৩১.১ শতাংশের তুলনায় অনেক বেশি।

বিশ্বায়নের পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল নারী সমাজে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। মানব বিকাশ প্রতিবেদন (Human Development Report) এবং বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন (World Development Report)-এর তথ্য অনুসারে বিশ্বায়নের প্রথম পর্যায়ে মেয়েদের কর্মসংস্থান যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল পরের পর্যায়ে তা বাড়ছে না। বর্তমানে উদারীকরণের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে নারীদের উপর। ভারতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় কর্ম নিযুক্তির নিরিখে এখনও পর্যন্ত অর্ধেক শতাংশও ছুঁতে পারেনি মহিলারা। দেখা যায়; শ্রমের বাজারে ১০০ জন পুরুষ পিছু মহিলার সংখ্যা মাত্র ৪২। ১০০ জন কর্মক্ষম মহিলার মধ্যে কর্মে নিযুক্তির সংখ্যা ৩৭.১ শতাংশ।

অসংগঠিত শ্রমিক ও বেকারত্ব :

সমগ্র ভারতবর্ষে সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকের তুলনায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৯ সালে ভারতে মোট শ্রমিক ছিল ২৮ কোটি ৬০ লক্ষ। এর মধ্যে সংগঠিত ছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ (৯.৪%) আর অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত ছিল ২৫ কোটি ৯০ লক্ষ (৯০.৬%)। আবার ২০০১ সালে মোট শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াল ৪০ কোটিতে। এর মধ্যে সংগঠিত ক্ষেত্রে ২ কোটি ৮০ লক্ষ (৭%) এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে ৩৭ কোটি ২০ লক্ষ (৯৩%)।

ভারতবর্ষে বেকারত্বের কারণ :

জনসংখ্যার পরিমাণ ও হার অনুসারে সম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবহার না হওয়ায় ভারতবর্ষে বেকারত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মসংস্থানের অভাব এবং কর্মসংস্থানের পথে প্রতিবন্ধকতা এই দুই কারণের অবস্থা বিবেচনা করেই বেকারত্বের কারণ খুঁজতে হবে।

(১) অদক্ষ কর্মী :

কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী আবার মনে করেন যে ভারতবর্ষে বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হলেও দেশে দক্ষ দক্ষ শ্রমিকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, দক্ষ কর্মীর অভাব আমাদের দেশের বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের শ্রম-দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলে এই সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

(৩) অনগ্রসর ও প্রকৃতি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা :

কৃষি ভারতবর্ষের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। অথচ কৃষি ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত নয়, মৌসুমীবায়ু নির্ভর। এই কারণে সব ঋতুতে কৃষিতে সমান কর্মনিযুক্তি সৃষ্টি হয় না। কখনো কৃষি মজুরের খুব চাহিদা থাকে আবার কখনো কৃষিতে একেবারেই কাজকর্ম থাকে না। এই সময় বেকারী বৃদ্ধি পায়।

(৪) শিল্পের অনগ্রসরতা :

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশে উদ্বৃত্ত শ্রম তৈরি হচ্ছে। এই উদ্বৃত্ত শ্রম কাজে লাগাতে কৃষি ব্যবস্থা অপারগ। তাই কর্মসংস্থানের জন্য, দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য শিল্পের উপর নির্ভর করতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন পুঁজি এলে শিল্প হবে, আর শিল্প হলেই 'কর্মসংস্থান' বহুগুণ বেড়ে যাবে। বেকারত্ব হ্রাস পাবে। এর ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি হবে।

ভারতবর্ষে বেকার সমস্যা মোকাবিলার উপায় :

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় গৃহীত পরিকল্পনায় বেকারত্ব দূরীকরণের আশায় কর্মসংস্থানের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় তা বাস্তবে অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বেকারত্বের কারণ ও তার মোকাবিলা করার সম্ভাব্য পথগুলি সামগ্রিক পর্যালোচনা করার জন্য ২০০২ সালে ভারত সরকার

প্রকৃতি বিশেষ গোষ্ঠী গঠন করে। বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে বুদ্ধি গোষ্ঠী তাদের মতামত প্রকাশ করে।

(1) ভূমি সংস্কার ও কৃষির উন্নতি ঃ

ভারতবর্ষ মূলত কৃষি অর্থনীতি নির্ভর দেশ। দেশের তিন চতুর্থাংশ শ্রমশক্তি কৃষি এবং কৃষি ভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত। বেকারত্ব দূরীকরণে প্রকৃত ভূমি সংস্কার, কৃষি ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের উন্নতি প্রয়োজন। কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণেও প্রচুর শ্রমশক্তির প্রয়োজন হয়।

(2) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঃ

বেকারত্বের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঠেকাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। জনস্ফীতির কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সীমিত কর্মসংস্থানের সুযোগের মধ্যে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির যোগান আসে।

(3) কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

দেশের মানব সম্পদকে দক্ষ ও উৎপাদনক্ষম জনশক্তিতে পরিণত করা বেকারত্ব দূরীকরণের অন্যতম উপায়। দেশ-বিদেশে কী ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমশক্তির চাহিদা আছে তা সঠিকভাবে অনুধাবন করে শিক্ষা পরিকল্পনায় তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে বেকারত্ব দূরীকরণ কর্মসূচি ঃ

অর্থনীতিবিদগণ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে ভারতবর্ষে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই বেকারত্ব দূরীকরণ কর্মসূচির উপর প্রকৃত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাকালেই ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা (Small Farmers Development Aggency - SFDA) এবং প্রান্তিক চাষি ও কৃষি-মজুর সংস্থা (Marginal Farmers and Agricultural Labourers - MFAL) গঠিত হয়।

(1) এন.আর.ই.পি. এবং আর.এল.ই.জি.পি. ঃ

ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে আই.আর.ডি.পি.-র পরিপূরক হিসেবে শুরু হয় জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প National Rural Employment Programme - NREP) এবং গ্রামীণ ভূমিহীন কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (Rural Landless Employment Guarantee Programme - RLEGP)।

17.1.2023

Govt General Degree College Chapra
ESTD-2015
Government of W.B.